Bangla 2nd Paper

YEAR 2018

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

ALL BOARD

অনুচ্ছেদ

বৈশাখী মেলা

[সকল বোর্ড ১৮; য. বো. ১৬; ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ; সামসুল হক খান হাই স্কুল, ডেমরা, ঢাকা; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

বৈশাখী মেলা নববর্ষের সার্বজনীন অনুষ্ঠানগুলোর অন্যতম। নববর্ষ উপলক্ষ্যে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনেই দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামের বিভিন্ন স্থানে এ মেলা বসে। এ মেলা চলার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। একদিন থেকে শুরু করে মাসব্যাপী এ মেলা চলতে থাকে। নতুন বছরে মানুষের আনন্দ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটে বৈশাখী মেলার মাধ্যমে। এটা বাঙ্গালী সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। আবহমান কাল থেকেই আমাদের দেশে বৈশাখী মেলা চলে আসছে। এ মেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে বলী খেলা, ঘোড় দৌড়, নৌকাবাইচ উল্লেখযোগ্য। বৈশাখী মেলা সাধারণত খোলা আকাশের নিচে বসে। প্রতি বছর রমনার বটমূলে বসে এ মেলার প্রভাতী আসর। এছাড়া গ্রামের হাটবাজারে, নদী তীরে, মন্দির প্রাঙ্গণে এ মেলা বসে। মেলা উপলক্ষ্যে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। মানুষের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, নানা জাতের কুটিরশিল্প, খেলনাসহ হরেক রকমের পন্যের সমাহার ঘটে এ মেলায়। এছাড়াও থাকে যাত্রা, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাসসহ বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন। বিভিন্ন ধরনের মিষ্টিজাতীয় খাবারও পাওয়া যায় মেলায়। নতুনকে বরণ করার উদ্দেশ্যেই এ মেলার আয়োজন করা হয়। কোন রকমের ধর্মীয় চেতনা এ মেলায় পরিলক্ষিত হয় না। তাই এটি একটি সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। মেলা উপলক্ষ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের মিলনমেলায় পরিণত হয়। এতে মানুষের প্রগতিশীল চেতনা জাগ্রত হয়। তাই সব দিক থেকে এ মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা নতুন করে বাঙ্গালি ঐতিহ্য লালন করে বাঁচার অনুপ্রেরণা লাভ করি।

যৌতুকপ্রথা

[সকল বোর্ড ১৮; ঢা. বো. ১৬; চ. বো. ১৬; ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাংগাইল; বরিশাল জিলা স্কুল]

যৌতুকপ্রথা একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। বাংলাদেশে যৌতুকপ্রথার প্রকট রূপ আমাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছে। পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা বলতে এমন এক ঘৃণ্য প্রথাকে বোঝায়- যেখানে কনেপক্ষ বরপক্ষকে অর্থ প্রদান করে কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করে। পণ্য ক্রয় করার মতোই কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের মধ্যে দরকষাকষি হয়ে থাকে। সচ্ছল পরিবারের জন্য এটি সাধারণ বিষয় হলেও দরিদ্র পরিবারের জন্য তা নিদারুণ কষ্টের ও বিড়ম্বনার। পণপ্রথা প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে প্রচলিত। তবে আগেকার দিনে এই প্রথার রূপ অন্যরকম ছিল। পূর্বে বরপক্ষ কন্যাকে নানারকম অলংকারে সজ্জিত করার পাশাপাশি কন্যার পিতাকে নগদ অর্থ প্রদান করত। কিন্তু কালক্রমে সেই রীতিরই উল্টো প্রয়োগ ঘটেছে। ফলে বর্তমানে কন্যাপক্ষকেই যৌতুক বা পণ দিতে হয়। যৌতুকের অভাবে অসংখ্য নারীর জীবন আজ হুমকির মুখোমুখি। অনেক সময় যৌতুক প্রদানে ব্যর্থ হলে নারীকে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার যৌতুকবিরোধী আইন করলেও তা মানছে না অনেকেই। ফলে যৌতুকের করালগ্রাসে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য নারীর জীবন। তাই যৌতুকপ্রথা রোধ করার জন্য প্রথমত নারীশিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে নারীকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া গড়ে তুলতে হবে সামাজিক সচেতনতা। আইনের কঠোর প্রয়োগ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই পণ বা যৌতুকপ্রথা রোধ করা সম্ভব।

সারাংশ

শ্রেষ্ঠ বলিয়া অহঙ্কার করিতে যে লজ্জাবোধ করে না, যে মানুষকে বসাইয়া রাখিতে আনন্দবোধ করে, দরিদ্র ও ছোটকে ছোট করিয়া রাখিতে কষ্ট অনুভব করে না, যে মানুষের শক্তি স্বাধীনতা হরণ করিতে ব্যস্ত, যে মানুষের হাত দিয়া নিজের পায়ের জুতা খুলাইয়া লয়, তোমরা তাহাদিগকে সালাম করিও না। সে সারারাত্রি এবাদত করুক, মানুষ তাহার পদধূলি লইয়া মাথায় মাখুক, সে প্রথম শ্রেণীর গাড়ি চড়ুক, সে রাজদরবারের সদস্য হউক, তোমরা তাহাকে আত্মীয় করিও না। তোমরা কি জান এ যুগের রাজা কাহারা? নরনারী মুক্তির আশায় করুণ নেত্রে তোমাদের দিকেই চাহিয়া আছে। পিষ্ট, কোটি মানবাত্মা তোমাদের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। যে দুর্বৃত্তের দল সত্যকে চূর্ণ করিয়া আল্লাহর বাণীকে অবমাননা করিতেছে তাহাদিগকে দেখিয়া আর তোমরা শ্রদ্ধার আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইও না। মহানবীর জীবন ও চিন্তাকে যে অনুসরণ করে না, যে শুধু দরুদ (শান্তিবাদ) পাঠ করিয়াই প্রেমিক হইবার দাবি রাখে, সে মহানবীর কেহই নয়। ভণ্ড বলিয়া তাহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিলে আমার মনে দুঃখ হইবে না। [সকল বোর্ড '১৮]

সারাংশঃ

যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্যদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, অন্যের ওপর নিপীড়ন চালাতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য। তারা যতই ধর্মীয় লেবাস ধরুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তারাই সবচেয়ে বড় অধার্মিক; কারণ ধর্ম সবসময় সাম্যের কথা বলে। এইরকম ভণ্ডরা পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত।

RAJSHAHI BOARD

প্রতিবেদন

প্রশ্ন: একটি সড়ক দুর্ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রতিবেদন রচনা কর।

[রা. বো. ১৮]

উত্তর:

"সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজ ছাত্রী নিহত, চার ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ"

নিজস্ব প্রতিবেদক// রাজশাহী // ০২/০১/২০২০// গতকাল সকাল ০১টার দিকে রাজশাহী জেলার রাজবাড়ি উপজেলা থেকে দুই মাইল পূর্বে রংপুর-বগুড়া মহাসড়কে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। ঐ দুর্ঘটনায় কলেজ ছাত্রী ইমা হক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আহত হয় প্রায় ১২ জন যাত্রী। স্থানীয় কলেজের ছাত্র- ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে চার ঘণ্টা রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেয়।

স্থানীয়দের বিবরণ অনুযায়ী, দুপুর ০১টার দিকে ঢাকা থেকে একটি মালামাল পরিবহণকারী ট্রাক রাজবাড়ি উপজেলা সদর পেরিয়ে একটি বড় বাঁক ঘুরে রংপুরের দিকে চলতে শুরু করে। এ সময় রংপুরের দিক থেকে একটি যাত্রী বোঝাই বাস দ্রুত গতিতে, এসে ট্রাকটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় মালামাল বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সাথে সাথে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। ট্রাকটি যথারীতি দ্রুত গতিতে রংপুর অভিমুখে চলে যায়। আক্রান্ত বাসের যাত্রীরা প্রায় সকলেই আহত হয়। দুর্ঘটনার সাথে সাথে বাসের ভিতর থেকে আর্ত চিৎকার ও কান্নার রোল শোনা যায়। আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে বাস থেকে যাত্রীদের বের করে আনে।

কিন্তু একটি তরুণী ছাত্রী বাসের আসনের নিচে এমনভাবে চাপা পড়ে যে, তাকে বের করা খুব কঠিন হয়ে ওঠে। উদ্ধারকারী লোকেরা লোহার ব্লেড এনে আসন কেটে তরুণীটিকে বের করতে সক্ষম হয় কিন্তু ততক্ষণে সে ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। তার সমস্ত মুখ ও মাথা রক্তে রঞ্জিত। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত লোকজন হাহাকার করে ওঠে। পরে জানা যায়, সে স্থানীয় কলেজের ছাত্রী এবং তার নাম ইমা হক।

এ খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা ছুটে আসে এবং রাস্তা বন্ধ করে দেয়। তারা কয়েকটি গাড়ি ভাংচুরও করে। পরে জেলা নির্বাহী অফিসার এসে দুর্ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির আশ্বাস দিলে ছাত্র ছাত্রীরা রাস্তার অবরোধ তুলে নেয়। উল্লেখ্য, বাসের ড্রাইভার ও হেলপার পলাতক। পুলিশ গাড়িটিকে আটক করেছে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : আরিশা সালসাবিল, তালাইমারী মোড়, রাজশাহী
প্রতিবেদনের শিরোনাম : সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজ ছাত্রী নিহত, চার ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ
প্রতিবেদন তৈরির সময় : সন্ধ্যা ৬:০০টা
প্রতিবেদন তৈরির তারিখ : ২০ নভেম্বর, ২০২১ খ্রি.

10 MINUTE SCHOOL

CHITTAGONG BOARD

প্রতিবেদন

প্রশ্ন: যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা' সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

[চ. বো. ১৮]

উত্তর:

"যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা"

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা ।। যানজট বর্তমানে রাজধানী ঢাকাবাসীর জীবনে এক ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। যানজটের দুঃসহ যাতনা ভোগ না করে, নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে বা গন্তব্যে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যান্ত্রিক জীবনের দ্রুতগতি সম্পন্ন এই নগরীতে প্রতিনিয়ত যানজট আমাদের মহামূল্যবান সময়ের অপচয় করছে।

আধুনিক মানুষের কর্মব্যস্ততাকে স্থবির করে দিচ্ছে দুঃসহ যানজট। যানজট ঢাকার নাগরিক জীবনের নিত্যদিনের এক অসহনীয় ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যতই ক্ষোভ ও বিরক্তির কারণ হোক না কেন এর হাত থেকে কেউই রেহাই পাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ডি. আই. পি., মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রীয় অতিথিরাই কেবল যানজটমুক্ত রাস্তা পান। কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থা বেহাল। তাদের বিপুল পরিমাণ সময়ের অপচয় হচ্ছে, আর দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতি। যানজট নিরসনে কর্তৃপক্ষ নানা তৎপরতা ও পদক্ষেপের আশার বাণী যে শোনাচ্ছেন না, তা নয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু ফলাফল শূন্যই থেকে গেছে।

ঢাকা শহরের যানজটের কারণ অনেক। প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে-

ক. ধীর গতির যানবাহন ও বিপুল পরিমাণ রিকশার দৌরাত্ম্য।

খ. অনিয়ন্ত্রিত ট্রাফিক ব্যবস্থা।

গ. যান চলাচলের রাস্তার জড়তা, অপরিসরতা, যানবাহনের বিপুল সংখ্যাধিক্য।

ঘ. রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাস থামিয়ে যাত্রী তোলা ও নামানো।

ঙ. হকারদের ফুটপাত দখল

চ. ট্রাফিক পুলিশের দুর্নীতি ইত্যাদি।

ছ. ট্রাফিক আইনের প্রতি উপেক্ষা।

জ. রাস্তার পাশে গাড়ি, রিকশা, ঠেলাগাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা।

যানজট নিরসন করে নাগরিক জীবনকে স্বস্তিদানের জন্য নিম্নরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে :

ক. ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে আধুনিকীকরণ।

খ. রাস্তার ওপর গাড়ি ও নির্মাণ সামগ্রী রাখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধকরণ।

গ. প্রধান সড়কগুলো থেকে ক্রমান্বয়ে রিকশা উঠিয়ে দেওয়া

ঘ. রাস্তার সংখ্যা বাড়ানো এবং বিদ্যমান রাস্তাগুলো প্রশস্তকরণ।

ঙ. হকারদের কবল থেকে ফুটপাত রক্ষা করা।

চ. ট্রাফিক আইনের প্রতি সকলকে শ্রদ্ধাশীল করার জন্যে ব্যাপক প্রচারাভিযানের ব্যবস্থাকরণ।

ছ. মোড়ে মোড়ে যাত্রী উঠানামা বন্ধ করা।

জ. রাস্তায় চলমান গাড়ি দাঁড় করিয়ে পুলিশের উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করা।

বর্তমানে ১০টি ওভার ব্রিজ, ২টি আন্ডার পাস রয়েছে। চিহ্নিত যানজট পয়েন্টে আরো ওভার ব্রিজ করতে হবে এবং নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারগুলোর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ওপরের পদক্ষেপগুলো আন্তরিকভাবে গৃহীত হলে, আমাদের বিশ্বাস যানজট সমস্যার অনেকটা সুরাহা করা সম্ভব হবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : আরিশা সালসাবিল, দোহার, ঢাকা।

প্রতিবেদনের শিরোনাম : “যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা”

প্রতিবেদন তৈরির সময় : সন্ধ্যা ৬:০০টা

প্রতিবেদন তৈরির তারিখ : ২০ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রি